

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও :

শীতকাল। অমাবস্যার রাত ঠান্ডা আর কালো। ম্যালেরিয়া আর কলেরায় পীড়িত গ্রামখানি ভয়াবহ শিশুর মতো খরখর করে কাপছিল। পুরোনো আর পেড়ো বাঁশখড়ের কুঁড়ে ঘরগুলোয় অন্ধকার আর নৈঃশব্দের যৌথ সাম্রাজ্য। আঁধার আর নিস্ক্রান্ততা।

আঁধার রাত নিঃশব্দে অশ্রুপাত করে চলেছে। স্ক্রান্ততা, করুণ চাপাকান্নার শব্দ আর দীর্ঘশ্বাসকে তার বুকের ভেতরে চেপে রাখার চেষ্টা করছে। আকাশে তারারা ঝিকমিক করছে। পৃথিবীতে কোথাও আলোর নাম নেই। আকাশ থেকে খসেপড়া কোনোও ভাবুক তারা যদি পৃথিবীতে যেতেও চেয়ে থাকে, তার জ্যোতি আর শক্তি পথেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। তার ভাবুকতা অথবা বিফলতায় অন্য তারার দল খিলখিল করে হেসে উঠছিল। শেয়ালের কান্না আর পেঁচার ভয়-ধরানো ডাক অবশ্য মাঝেমাঝে স্ক্রান্ততাকে ভেঙে দিচ্ছিল। গ্রামের কুঁড়েঘরগুলো থেকে কাতরানি আর বমি করার আওয়াজ। ‘হরে রাম ! হে ভগবান !’ ধুনি অবশ্যই শোনা যাচ্ছিল। কখনও কখনও বাচ্চারাও দুর্বল কণ্ঠে ‘মা-মা’ বলে কেঁদে উঠছিল। কিন্তু তাতে রাত্রির স্ক্রান্ততায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটছিল না। পরিস্থিতি অনুধাবনের একটা বিশেষ বুদ্ধি আছে কুকুরদের। ওরা দিনভর মনমরা হয়ে ছাইগাদায় পুঁটুলির মতন কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকে। সন্ধ্যায় বা গভীর রাত্তিরে সবাই মিলে কাঁদে। রাত্র তার ভয়বহতাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকে আর তার সারা বিভীষিকাকে তাল ঠুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে চলে একা পালোয়ানের ঢোলক ।

-

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো: _

১। একটি জলবাহিত রোগ হল -

ক) (কলেরা /ম্যালেরিয়া/ডেঙ্গু /করোনা) ।

২। একটি মশাবাহিত রোগ হল -

(কলেরা/ ম্যালেরিয়া/বসন্ত/করোনা) ।

৩। নিচের প্রাণীগুলির মধ্যে কোনটি নিশাচর প্রাণী ?

(সাপ /পেঁচা/ কাকাতুয়া /টিয়া) ।

৪। কখনও কখনও বাচ্চারা কেঁদে উঠেছিল ‘মা-মা’ বলে -
(মিনমিন করে/কাতর স্বরে/ দুর্বল কণ্ঠে /সজোরে) ।

৫। বাংলায় মোট কাল বা ঋতুর সংখ্যা
(৫টি/৬টি/১০টি/১২টি)।

৬। শীতকাল হয় যে দুটি মাস নিয়ে, সেগুলি হল -
(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ়-শ্রাবণ/ ভাদ্র-আশ্বিন/পৌষ-মাঘ) ।

৭। এই অনুচ্ছেদটিতে মোট পশু-পাখির উল্লেখ আছে - (দুটি/তিনটি/চারটি
/পাঁচটি) ।

৮। আঁধার রাত দেখা যায় - (পূর্ণিমাতে/ অমাবস্যাতে / একাদশীতে/দ্বাদশীতে) ।

৯। গ্রামের কুঁড়েঘরগুলো থেকে কাতরানির সঙ্গে ছিল -

(কলেরা রোগীর আওয়াজ/ম্যালেরিয়া রোগীর আওয়াজ/বমি করার আওয়াজ/পেটে
ব্যথার আওয়াজ)।

১০। শিয়ালের কান্না - (হাউহাউ করে/ ম্যাও ম্যাও করে/ হুঙ্কা হুঙ্কা করে/ঘেউ
ঘেউ করে)।